দৈনিক ইত্তেফাক
77
তারিখ 02 MAR 1994
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

প্রবাসে শিক্ষার সমস্যা

মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশী ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা সমস্যার উপর সম্প্রতি পত্রিকান্তরে আলোকপাত করা হইয়াছে। উল্লেখ্য, মধ্য-প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে এখন প্রায় ১০ লক্ষ বাংলাদেশী কর্মরত আছেন। বৎসরে তাঁহারা প্রায় ১০০ কোটি ডলার দেশে পাঠান। বলা অনাবশ্যক যে, আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের অবদানও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যাহারা এই অর্থ প্রেরণ করিয়া দেশের অর্থ-নীতিকে সচল রাখিতে সহায়তা করিতেছেন, তাঁহাদের প্রবাস জীবনের বিভিন্ন সমস্যার খবর আমাদের অনেকেরই অজানা। কত ভাবে যে তাঁহাদের বিড়ম্ব-নার মোকাবিলা করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। শিক্ষা এমনই একটি বিড়ম্বনার বিষয়।

মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহা-দের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ একান্তই সীমিত। সর-কারীভাবে সেসব দেশে আমাদের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই। তবে বেসরকারী উদ্যোগে জেদ্দা, মদিনা, দুবাই, আল-আইন ইত্যাদি কয়েকটি শহরে কয়েকটি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যথাযথ সরকারী আনু-কূল্যের অভাবে বাংলাদেশীদের পরিচালিত এইসব স্কুলের অবস্থা এখন ত্রিশংকু। অভি-যোগ আছে যে, বাংলাদেশের দূতাবাস হইতেও তেমন সাহায্য পাওয়া যায় না। অথচ ভারত ও পাকিস্তানী স্কুলগুলি তাহাদের স্ব স্ব দূতাবাসের প্রত্যক্ষ সম-র্থনে ভালভাবেই পরিচালিত হইতেছে। তেহরানের ভারতীয় স্কুলে বাংলাদেশসহ এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করিতেছে। ওয়াকেব-হাল মহল জানান যে, ছাত্র বেতন দ্বারা স্কুল পরিচালনা সম্ভব হয় না। তাই দান-খয়-রাতসহ সরকারী সাহায্যের উপরই নির্ভর করিতে হয় অত্যধিক। প্রবাসীদের অনেকের অভিমত––পাঠ্যসূচীতে বাংলা কম্পলসারী করিয়া ইংরেজী মাধ্যম স্কুল চালু করিলে অন্যান্য দেশের ছাত্রদেরও ভর্তির সুযোগ থাকে এবং সে ক্ষেত্রে আর্থিক অনটনও অনেক-খানি দূর হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই বিষয়টি বিবেচনা সাপেক্ষ বলিয়া অনেকের ধারণা।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, প্রবাস জীবনে পিতামাতারা শুরুতে নিজেরাই নিজেদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার তত্ত্বাবধান করেন। কিন্তু পরে অনেকের পক্ষেই তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না। ঘরে শিক্ষা গ্রহণে অনেক ছেলেমেয়ে তেমন আগ্রহী হয় না। অনেকে দেশে আত্মীয়ের কাছে ছেলেমেয়েদের রাখিয়া যান। উদ্দেশ্য ছেলে-মেয়েকে লেখাপড়া শিখানো। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য বিফল হয়। মা-বাবার অবর্ত-মানে ছেলেমেয়েরা রসাতলে যাওয়ার নজিরও একেবারে কম নয়। প্রবাসে ভাল স্কুল চালু হইলে এইসব বিড়ম্বনার হাত হইতে অনেকটাই নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব। প্রবাসে থাকিয়া যাহারা দেশের জন্য মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিতেছেন তাঁহাদের সমস্যাদির প্রতি নজর দেওয়া এবং যথাসম্ভব সমা-ধানের চেষ্টা করা সরকারের কর্তব্য বলিয়াই আমরা মনে করি। সরকার একটু বিবেচক ও সহানুভূতিশীল হইলেই শিক্ষা ক্ষেত্রের সমস্যা অনেকটা দূর হইতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যে বাংলা-দেশীরা আছেন প্রধানতঃ আরব উপদ্বীপ ও ইরানে। দেশগুলি পর-স্পরের লাগোয়া। তাই উপযুক্ত স্থানে বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করিয়াও সমস্যার কিছুটা সমাধান সম্ভব। উন্নতমানের স্কুল হইলে অন্যান্য দেশের প্রবাসী ছেলেমেয়েরাও যে পড়ার জন্য ভীড় জমাইবে তাহা বলা অনাবশ্যক। যেমন তেহরানের ভারতীয় স্কুলে হয়। অপরদিকে স্থানীয় স্কুলে (আরবী বা ইরানী) ছেলেমেয়েদের ভর্তি করা হইলে দেশের সহিত তাহাদের যোগসূত্র অনেকটাই ছিন্ন হইয়া যায়। তাই সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া সরকার এই ব্যাপারে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন বলিয়াই আমাদের প্রত্যাশা।